সম্পাদকীয়

অন্যায় অবিচার কুসংস্কার, ব্যভিচার ও হানাহানির অমানিশায় ভরা বিশ্বে মহান আল্লাহ্ পাক রহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে তার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হেদায়তের আলোকবর্তিকা নিয়ে মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। তিনি আরবভূমি থেকে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের জঞ্জাল সরিয়ে রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান তার নজির ইতিহাসে নেই। সমাজ থেকে অবিচার দুর্নীতি দূর করে প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিময় সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা, বিচার ও ইনসাফকে সত্যের মানদণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ন্যায়-নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন রাষ্ট্রনীতি। তিরোহিত করেন শ্রেণী ও আভিজাত্যের বিভেদ রেখা। যোগ্যতার কারণে ক্রীতদাসও পেল মর্যাদার আসন। সে সময়ে সবচে বেশি নির্যাতিত ও অবহেলিত নারীরা পেল ন্যায্য অধিকার ও যথাযথ মর্যাদা। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যুগান্তকারী পদক্ষেপে সমাজ কলুষমুক্ত হল। সর্বস্তরের মানুষ লাভ করল সুন্দর আলোকিত জীবন ও উন্নত চরিত্র। বিশ্বকে হতবাক করে মাত্র এক দশকের মধ্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। এরপর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের মর্মবাণী। দলে দলে মানুষ আশ্রয় নেয় ইসলামের ছায়াতলে। পরবর্তীতে শতশত বছর ইসলামের আলোকরেখায় দাপটের সাথে বিশ্বকে শাসন করেন মুসলিম শাসকরা। মুসলমানরা উপহার দেয় সভ্যতা, উন্নত রুচি, রীতি-নীতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান। কিন্তু পরবর্তীতে অগ্রগতির ধারাবাহিকতা আর রক্ষা হয়নি। এর কারণ সর্বক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ রেখে গেছেন তা অনুসরণ না করা এবং ভোগ-বিলাস ও লোভ লালসায় মত্ত হওয়া। বিধর্মী পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনেরা পর্যন্ত মহানবীর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিলেও মুসলমানরা ইসলামের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত রীতি-নীতি থেকে দূরে সরে পড়ায় অবনতি ও দুঃখ দুর্দশা শুরু হয়। এ সুযোগে অন্য ধর্মের লোকেরা চলে আসে বিশ্ব চালকের আসনে। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নানা কৌশলে তা জিইয়ে রাখে। এখনো পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলছে। ঐক্য নেই মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে। একটা শক্তি হিসেবে সম্মিলিতভাবে এখনো দাঁড়াতে পারেনি মুসলিম বিশ্ব। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র পর্যন্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ, গতিশীল দিকনির্দেশনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার রূপরেখা। দুঃখের বিষয় বর্তমানে ইসলামকে নিয়ে অপব্যবহার চলছে। এক শ্রেণীর লোক স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইসলামের ব্যবহার করছে। কেউ কেউ শান্তির ধর্ম ইসলামকে জঙ্গি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। ইসলামের নামে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যেগুলো সত্যিকার ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই বর্তমানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত এবং সাহাবা কেরাম ও আউলিয়া কেরাম অনুসৃত পথে নিজেদের পরিচালনা করতে হবে। আহলে সুন্নাতের আক্বিদায় বিশ্বাসী হয়ে সবক্ষেত্রে ইসলামী রীতিনীতির চর্চা করতে হবে। আর নৈতিকতা ও মানবিকতার উন্মেষ ঘটাতে হবে।

বর্তমানে এমন এক প্রেক্ষাপটে রবিউল আউয়াল সমাগত যখন দেশে বিরাজ করছে অস্থিরতা, ঘটে চলেছে সহিংসতা, কর্মসূচির নামে চালানো হচ্ছে ভয়াবহ নৃশংসতা। এক ভাই অপর ভাইকে পুড়িয়ে মারছে। গাড়ি, বসতঘর ও দোকান জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। ব্যাপকহারে প্রাণহানি ও সম্পদহানির ঘটনা ঘটছে। এবার সহিংসতার সবচে বিপজ্জনক অনুষঙ্গ পেট্রোল বোমা ইতোমধ্যে অনেকের জীবন কেড়ে নিয়েছে। অগ্নিদগ্ধ অনেকের জীবন অচল হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষের উপর পশুর মতো হামলে পড়ে হাত ও রগ কেটে পঙ্গু করা হয়েছে অনেকের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন। এককথায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে একশ্রেণীর মানুষের মাঝে লুপ্ত হয়েছে মানবতা, মনুষ্যত্ব, তাদের মাঝে জেগে ওঠেছে পশুত্ব। এসব নাশকতায় বেশি ভূমিকা রাখছে জামায়াত শিবির-যার সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। এ অবস্থায় গণতন্ত্রের কথা বলে ফায়দা কি? সংবিধানের দোহাই দিয়ে লাভ কি? যে মানুষের জন্য রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রের কথা বলছে সংবিধানের কথা বলছে সেই সাধারণ মানুষ আজ বলির পাঁঠা। তাদেরকে জিম্মি করে, তাদেরকে কষ্ট দিয়ে রাজনীতিবিদরা মেতে উঠেছে এক উন্মুক্ত ক্ষমতার রাজনীতির খেলায়।

নিহতের আত্মীয় স্বজনের বুকফাটা কান্না তাদের কানে পৌঁছছে না। অগ্নিদগ্ধদের পোড়া গন্ধ তাদের নাকে যাচ্ছে না। খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাদের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে না। এ অস্থিরতা, সহিংসতা ও নাশকতার দ্রুত অবসান হওয়া দরকার। যে রবিউল আউয়াল মাসে শুভাগমন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের মাঝে শান্তি ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করেন সেই মাসে তাঁর আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতিবিদরা দেশের অরাজক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও জিম্মি দশা থেকে দেশের সাধারণ মানুষের শান্তি ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন-এটাই প্রত্যাশা।

আমাদের মাঝ থেকে আকস্মিক চলে গেলেন সবার প্রিয়মুখ মাওলানা এয়াকুব আলী খান। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের মধ্যে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম, ভালো শিক্ষক, উপযুক্ত প্রশাসক, সুসংগঠক ও দক্ষ বক্তা। তাকে আর দেখা যাবে না সলিমা সিরাজ মাদরাসার অধ্যক্ষের চেয়ারে, বলুয়ারদীঘি পাড় খানকাহ্ শরিফ ও সভা সমিতিতে, শোনা যাবে না তার দরাজ কণ্ঠের ওয়াজ ও বক্তব্য। মসজিদে দীপ্তকণ্ঠে তিনি আর দেবেন না জুমার খোতবা। তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি। আমাদের অন্তরাল হলেও তিনি বেঁচে থাকবেন কর্মের জন্য। তার ভালোবাসার স্মৃতি জাগরুক থাকবে সবার হৃদয়পটে। তার ইন্তেকালে গভীরভাবে শোকাহত তরজুমান পরিবার। আমরা কামনা করি তার মাগফিরাত। আল্লাহ্ পাক যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন।

মাসিক তরজুমান

৩৫ তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা
রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরি, জানুয়ারি '১৪

পরিচালনা সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সম্পাদক
অধ্যক্ষ আল্লামা জালালুদ্দীন আলকাদেরী
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

যোগাযোগ
সার্কুলেশন ম্যানেজার, মাসিক তরজুমান
০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫
৩২১, দিদার মার্কেট,(৩য় তলা), দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ।
Anjumantrust@yahoo.com,Anjumantrust@gmail.com,

দরসে কোরআন ৪
✍ অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
✍ মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

এ চাঁদ এ মাস ৮

শানে রিসালত ১০
✍ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহানবীর উত্তমাদর্শ: মানব জীবনে বাস্তবায়ন ১২
✍ মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভী

আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অলীদের মর্যাদা ১৭
✍ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী

অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ২১
✍ অধ্যাপক মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম

আস্তিক ও নাস্তিক: একটি পর্যালোচনা ২৫
✍ হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী

সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওসিলায় প্রাপ্ত নিয়ামত ৩০
✍ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী

বাংলাদেশে জশনে জুলুছ'র ৪০ বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৩৮
✍ মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

নবী মোস্তফার প্রিয় বাণী ৪১
✍ মাওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান হাবিবী

সংস্কার-সম্প্রসারণের আড়ালে সৌদি সরকার ধ্বংস করছে বরকতময় ইসলামী নিদর্শনসমূহ ৪৯
✍ মুহাম্মদ আবদুর রহিম

মিলাদ শরিফের আদব ৫৭
✍ মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সালাত এর গুরুত্ব ৬৫
✍ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী

রাজনীতির দহনে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ৭৩
✍ মুহাম্মদ ইসকান্দর আলম

প্রিয় নবীর সুন্নাত মিসওয়াকের গুরুত্ব ৭৮
✍ মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল ﷺ এর আদর্শ ৮১
✍ মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম

জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী ﷺ এর গুরুত্ব ৯৩
✍ অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

১২ রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীই, ওফাতুন্নবী নয় ৯৭
✍ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ বাহার

প্রশ্নোত্তর ১০৫

সবক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে ঈমান-আক্বিদা ১২১
✍ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী

দ্বীনী দাওয়াত-১ ১২৭
✍ মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক

সিরিয়ায় ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের জন্যে সহমর্মিতা ১২৯
✍ আবসার মাহফুজ

নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে রাসূল ﷺ এর আদর্শ ১৩৩
✍ মুহাম্মদ এমদাদুল হক

মুকুলের আসর ১৩৭

সংস্থা-সংগঠন সংবাদ ১৪৫